বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আপীল বিভাগ

উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব সৈয়দ মাহমুদ হোসেন,প্রধান বিচারপতি

বিচারপতি জনাব মোহাম্মদ ইমান আলী

বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী

বিচারপতি জনাব মির্জা হোসেইন হায়দার

বিচারপতি জনাব জিনাত আরা

বিচারপতি জনাব আবু বকর সিদ্দিকী

বিচারপতি জনাব মোঃ নূরুজ্জামান

সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং: ১১৮৭/২০১৮

(রিট পিটিশন নং ১২৫২৬/২০১৭ মোকদ্দমায় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ২৮.১১.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্ভূত।)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে সচিব, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, রমনা, ঢাকা এবং অন্যান্য ।

.....পিটিশনারগণ

বনাম

শাহ জামাল মোল্লা এবং অন্য একজন

.....রেসপনডেন্টগণ

পিটিশনারদের পক্ষে : অ্যাডভোকেট মমতাজ উদ্দিন ফকির, অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল ইন্সট্রাকটেড বাই জনাব হরিদাস পাল, অ্যাডভোকেট অন-রেকর্ড ।

রেসপনডেন্টদের পক্ষে : অ্যাডভোকেট রুহুল কুদ্দুস, ইন্সট্রাকটেড বাই মোসা: সুফিয়া খাতুন, অ্যাডভোকেট অন রেকর্ড ।

শুনানি ও রায়ের তারিখ: ১৮-১১-২০১৮

রায়

বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী :

এই সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীলটি হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক রিট পিটিশন নং ১২৫২৬/২০১৭ মোকদ্দমায় রুল অ্যাবসিলিউট করে বিগত ২৮-১১-২০১৭ খ্রি: তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে।

এই সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল এর সারসংক্ষেপ এই যে রিট পিটিশনারগণ মুক্তিযুদ্ধের সময় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কর্মচারী ছিলেন (অতপর মুজিব নগর কর্মচারী নামে উল্লিখিত)। ১১.০৭.১৯৭১ তারিখের ৮৩ নং স্মারকমূলে উপ-পরিচালক, ইয়ুথ ক্যাম্প (এইচকিউ) জোন-১ কর্তৃক ১ নং রিট পিটিশনারকে 'সংবাদদাতা'' হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল এবং ২নং রিট পিটিশনারকে ০৪.০৮.১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ভারতের থুবা হুসনাবাদ সেক্টরে ইয়ুথ রিসিপশন ক্যাম্প নং-৯-এর কার্যালয়ে 'ইই কালেক্টর'' হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের পরে রিট পিটিশনারদের সাব রেজিস্ট্রার হিসাবে আত্তীকরণ করা হয়। শেষে, ১ নং রিট পিটিশনারকে ময়মনসিংহের ভালুকার সাব রেজিস্ট্রার হিসাবে এবং ২নং রিট পিটিশনারকে নরসিংদীর রায়পুরার সাব রেজিস্ট্রার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছিল। ২০.০২.২০১২ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সরকারি কর্মচারী অবসর আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ১২নং আইন) এর ৪ ধারা সংশোধন করে সরকারি কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ বছর থেকে ৫৯ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত করা হয় এবং ২৬.০২. ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মুক্তিযোদ্ধা সরকারি কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৯ বছর থেকে ৬০ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বর্ধিত করা হয় । উল্লেখ্য, মুক্তিযোদ্ধাদের অবসর গ্রহণের বয়স পূর্বেই ০২ (দুই) বছরের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিগত ২৩.০৩.২০১০ খ্রিস্টাব্দ তারিখ জারীকৃত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল ''মুজিবনগর কর্মচারী হিসাবে প্রাপ্ত সুবিধার কারণে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে প্রাপ্ত ২ বছর বয়স বৃদ্ধির সুবিধা হতে বঞ্চিত হবে না। অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বয়স বৃদ্ধির সুবিধা প্রাপ্য হবে।'' অর্থাৎ এই বিজ্ঞপ্তির আলোকে যে সকল মুজিবনগর কর্মচারীগণ/ মুক্তিযোদ্ধাগণ সরকারী কর্মচারী ছিলেন তাঁরা অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর তুলনায় দুই বছর অধিক চাকরি মেয়াদের অধিকারী ।

এই পরিস্থিতিতে রিট পিটিশনারগণ তাঁদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর থেকে ৬১ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বৃদ্ধি করার জন্য রিট রেসপনডেন্ট এর উপর একটি নির্দেশনা প্রদানের জন্য এই রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন এবং রুল পেয়েছিলেন।

হাইকোর্ট বিভাগ তর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে রিট পিটিশনারদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ থেকে ৬১ বছর বর্ধিত করার এবং এই বর্ধিত সময়ের জন্য রিট পিটিশনারদের বেতন এবং অন্যান্য চাকরি সুবিধা প্রদানের জন্য নির্দেশনা দিয়ে রুলটি অ্যাবসিলিউট করেন ।

উক্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে সরকার লিভ টু আপীলের জন্য এই পিটিশনটি দায়ের করেছে।

পিটিশনারগণের পক্ষে বিজ্ঞ অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল জনাব মমতাজ উদ্দিন ফকির নিবেদন করেন যে, যেহেতু আদালত সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স বাড়ানোর জন্য আইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত নয়, সেহেতু প্রজাতন্ত্রের চাকুরিতে কর্মরত মুক্তিযোদ্ধাদের অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধির নির্দেশনা প্রদানের মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগ স্বীয় এখতিয়ার অতিক্রম করেছে। এটি কেবল সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করেই করা যেতে পারে এবং হাইকোর্ট বিভাগ সরকারী কর্মচারীদের সুবিধার্থে আইন সংশোধন করার জন্য আইনসভাকে নির্দেশ দিতে পারেন না।

বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব রুহুল কুদ্দুস রিট পিটিশনার-রেসপনডেন্টদের পক্ষে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে হাইকোর্ট বিভাগ নথিতে থাকা বিষয়াদি এবং এর সাথে সম্পর্কিত আইন যথাযথভাবে পর্যালোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে মুক্তিযোদ্ধাগণ তাঁদের বয়স ৬১ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত চাকরিতে থাকার অধিকারী।

এই মোকদ্দমায়, একমাত্র প্রশ্ন হল মুক্তিযোদ্ধাগণ যারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁরা তাঁদের বয়স ৬১ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদের চাকরিতে থাকার অধিকারী কিনা এবং বয়সসীমা বাড়ানোর জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করতে হাইকোর্ট বিভাগ আইনগতভাবে কর্তৃত্বসম্পন্ন কিনা।

ইতোপূর্বে, প্রজাতন্ত্রের সরকারী কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ছিল তাদের বয়স ৫৭ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত । তারপর আইন সংশোধন করে প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে কর্মরত মুক্তিযোদ্ধাদের অবসর গ্রহণের বয়স ৫৯ বছর পর্যন্ত করা হয়েছিল। যখন সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করার মাধ্যমে সমস্ত সরকারি কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৯ বছর পর্যন্ত বাড়ানো হল, তখন প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে কর্মরত মুক্তিযোদ্ধাদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর পর্যন্ত করা হয়েছিল। আইনসভা প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে সেবা দেওয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স ৬১ বছর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করেনি। এ মামলায় তর্কিত রায়ের কার্যকরী (অপারেটিভ) অংশ থেকে প্রতীয়মান হয় যে হাইকোর্ট বিভাগ রিট পিটিশনারদের অবসর গ্রহণের বয়স ৬১ বছর পূর্ণ হওয়া অবধি বাড়ানোর জন্য রিট রেসপনডেন্টগণকে নির্দেশ দিয়েছেন। এ জাতীয় বর্ধিতকরণ কেবল আইনসভা দ্বারা সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে করা যেতে পারে।

অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে, হাইকোর্ট বিভাগ পরোক্ষভাবে আইনসভাকে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ম্যান্ডামাস রিটটির প্রকৃতি বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও, এর নিজস্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। হাইকোর্ট বিভাগ এমন কোন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে না , যা দ্বারা সরকারি কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স বৃদ্ধি করা যায়।

একইভাবে, সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন এখতিয়ার প্রয়োগের মাধ্যমে হাইকোর্ট বিভাগ আইনসভাকে নির্দিষ্ট আইন প্রণয়ণ বা সংশোধন করতে নির্দেশ দিতে পারে না। সংবিধানের অধীন আইনসভা তার নিজস্ব পরিধিতে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং কখন কোন বিষয়ে আইন প্রণীত হবে তা একান্তই আইনসভার বিবেচ্য বিষয়। আইনসভার ক্ষমতাকে নিজের ক্ষমতা রূপে গ্রহণ করে তদ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী মুক্তিযোদ্ধাদের অবসর গ্রহণের বয়সের সীমা বৃদ্ধি করে হাইকোর্ট বিভাগ তার এখতিয়ার অতিক্রম করেছে। হাইকোর্ট বিভাগ

ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনভাবে আইনসভা বা নির্বাহী বিভাগের সাংবিধানিকভাবে নির্ধারিত কর্মক্ষেত্রের এখতিয়ারে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

উপরোক্ত কারণ ও অবস্থাধীনে এবং আইনগত ব্যাখ্যার আলোকে হাইকোর্ট বিভাগের রায় ও আদেশ বাতিলযোগ্য।

যেহেতু উভয় পক্ষই আদালতে উপস্থিত রয়েছে এবং যেহেতু বিষয়টিতে যদি লিভ মঞ্জুর করা হয় তবে বিষয়টির নিষ্পত্তি অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিলম্বিত হবে,সেহেতু আমরা চূড়ান্তভাবে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

তদানুসারে, সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীলটি নিষ্পত্তি করা হলো। হাইকোর্ট বিভাগ এর রায় ও আদেশ এতদ্দ্বারা বাতিল করা হলো।

দায়বর্জন বিবৃতি (DISCLAIMER)

শুধুমাত্র মামলার দুই পক্ষের এবং জনসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে 'আমার ভাষা' সফটওয়্যার ব্যবহার করে বাংলায় এই রায়টি অনুবাদ করা হয়েছে। বাংলায় অনূদিত এ রায়কে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। ব্যবহারিক ও সরকারি কাজে শুধুমাত্র মাননীয় আদালতের প্রকাশিত ইংরেজি রায়টিকে যথার্থ বলে গণ্য করা হবে এবং রায় বাস্তবায়নের জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত রায়টিকেই অনুসরণ করতে হবে।